দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

নেত্রকোনা : স্থানীয় সরকারী কলেজের পরিত্যক্ত ছাত্রাবাস এখন ক্রাইম জোন -ইত্তেফাক

নেত্রকোনা সরকারী কলেজে শিক্ষক স্বল্পতাসহ নানা সমস্যায় লেখাপড়া বিঘ্নিত

বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৮শ'। এরমধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা হাজারের উপর। কলেজে ১৩টি বিভাগের মধ্যে ১০টি অনার্স বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে ৮টিতে মাষ্টার্স এবং ২টিতে প্রিলিমিনারীসহ মাষ্টার্স রয়েছে। কিন্তু অনার্স ক্লাসগুলোতে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে এবং সৃষ্টপদ পূরণ না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের দারুণ অসুবিধা হচ্ছে। জানা গেছে, ইউজিসি কমিশন মোতাবেক প্রত্যেক বিভাগে ৪টি করে পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে বাংলা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অনার্স মাষ্টার্স প্যাটার্ন অনুযায়ী ৭টি করে পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু আইনত প্রতিটি বিভাগে ১৬টি পদ থাকার কথা। অথচ অদ্যাবধি কোন নতুন পদ আর সৃষ্টি করা হয়নি। বর্তমানে সৃষ্ট পদেই শিক্ষক নেই। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ৭ জনের মধ্যে ৩ জন এবং বাংলা বিভাগে ৭ জনের মধ্যে ৫ জন শিক্ষক রয়েছেন। এছাড়া ব্যবস্থাপনায় অনার্সে ৪ জনের মধ্যে ২, উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ৪ জনের মধ্যে ২ জন এবং অন্যান্য বিভাগেও ২/১ জন করে শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। যেখানে অধিক শিক্ষকের প্রয়োজন সেখানে সৃষ্ট পদেও শিক্ষক নেই। বিজ্ঞান বিভাগে ৪টি প্রদর্শক পদ (ডেমনষ্ট্রেটর) গত দেড় বছর যাবৎ শূন্য রয়েছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাসে দারুণ ভোগান্তি হচ্ছে। কলেজে বর্তমানে লাইব্রেরীয়ান, সহকারী লাইব্রেরীয়ানও ক্যাটালগার নেই। উচ্চমান সহকারী, নিম্নমান সহকারী, টাইপিষ্ট এবং হিসাবরক্ষকও নেই। এই কলেজে ৪টি ল্যাবরেটরী থাকার কথা থাকলেও মাত্র ১টি ল্যাবরেটরী রয়েছে। শ্রেণীকক্ষের অভাব প্রকট। ছাত্র-ছাত্রীদের এতে অসুবিধা হচ্ছে। এছাড়া কম্পিউটার থাকলেও কম্পিউটার ল্যাব নেই, অডিটরিয়াম নেই।

কলেজের সবচাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে ছাত্রাবাস ও ছাত্রাবাসের অভাব। পুরাতন ছাত্রাবাস ব্যবহার অনুপযোগী হওয়ায়-পরিত্যক্ত ছাত্রাবাস এখন কলেজ এলাকার 'ক্রাইম জোনে' পরিণত হয়েছে। ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে কলেজের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ত্রিতল ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হলেও এই ছাত্রাবাসে এখন অনার্স ক্লাস হচ্ছে।

দূরদূরান্তের ছাত্রদের বিভিন্ন মেসে থেকে কলেজে পড়তে হচ্ছে। একই অবস্থা ছাত্রীবাসের। ছাত্রীদের মত তারাও শহরের বিভিন্ন স্থানে অতিরিক্ত টাকা খরচ করে মেসে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। এতে তারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে।

কলেজের শিক্ষকদেরও থাকার তেমন ব্যবস্থা নেই। শিক্ষকদের জন্য একটি অসম্পূর্ণ হোষ্টেল রয়েছে, যা বর্তমানে ব্যবহারের অযোগ্য। কলেজে আসবাবপত্রেরও অভাব রয়েছে। কলেজের বিজ্ঞান ভবন এবং একাডেমিক ভবন এই মুহূর্তে যথাক্রমে ৪ তলা এবং ৩ তলা করা খুবই জরুরী। টাকার অভাবে তা করা যাচ্ছে না বলে কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে। এছাড়া প্রশাসনিক ভবন সংস্কার করা দরকার।

কলেজের অধ্যক্ষ আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন জানান, গত অর্থ বছরে মেয়েদের হলের জন্য ৬৫ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হলেও পরে সেই টাকা জেলার বাইরে উন্নয়নের জন্য কেটে নেওয়া হয়। কলেজের অবস্থান মনোরম পরিবেশে থাকলেও চারদিক খোলামেলা থাকায় কলেজের জায়গা বেদখল হবার আশংকা বেশী।

ইতিমধ্যে বেশকিছু জমি বেদখল হয়েছে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে। নেত্রকোনা সরকারী কলেজের দৈনাদশা ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা। ছাত্র-ছাত্রীরা অতি দ্রুত কলেজের শিক্ষক সংকট কাটিয়ে পড়াশুনার পরিবেশ সৃষ্টির দাবী জানিয়েছে।